POLITICAL SCIENCE. SEMESTER-IV , DSC & GE

ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি বৃহৎ শক্তি, দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং সক্রিয় হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দুটি দেশ জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের পর মূলত ইউরোপের পুনর্গঠন কে কেন্দ্র করে এই দুটি দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অববাহিত পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কা করতে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে এবং ক্রমে সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি কে রোধ করা। উল্লেখ্য 1917 সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত হয় (Union of Soviet Socialist Republics (USSR) বা সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কস ও এঙ্গেঁলস প্রণীত সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নীতি গৃহীত হয়। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রীতি- নীতি গ্রহণ করে । বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ যথেষ্ঠ আলোড়ন ও আগ্রহের সৃষ্টি করে । পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে উদারপন্থী গণতান্ত্রিক আদর্শ (Liberal Democratic Ideas) গ্রহণ করে। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং উদার গণতান্ত্রিক মতাদর্শ পরস্পর - বিরোধী দুটি বৃহৎ শক্তির এই মতাদর্শগত বিরোধিতাই ঠান্ডা যুদ্ধ নামে পরিচিত । ঠান্ডা যুদ্ধ আসলে সরাসরি যুদ্ধ নয় , কিন্তু যুদ্ধের আশঙ্কা এবং ক্রমাগত উত্তেজনার ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দুই বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক বৈরিতা এবং বিরুদ্ধাচারণ সাড়ে চার দশক ধরে সৃষ্টি করেছে উত্তেজনাকর পরিবেশ এবং যুদ্ধের আশঙ্কা , বাস্তবে এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে কখনো যুদ্ধ বাঁধে নি।

ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে । প্রথমতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের পুনর্গঠন কে কেন্দ্র করে শুরু হয় দুই শক্তির মতানৈক্য এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ। ট্রুম্যান নীতি এবং মার্শাল পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আশঙ্কিত করে তোলে এই কারণে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝি ইউরোপের ওপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে । এই আশঙ্কার ফলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের ওপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং শুরু হয় পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধোত্তর জার্মানির ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয় দুই বৃহৎ শক্তির ঠান্ডা লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ের মুহূর্তে মিত্রশক্তি ঠিক করেছিল যে জার্মানির অখন্ডতা বজায় রাখা হবে যুদ্ধের পর । কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখা সম্ভব হয়নি যুদ্ধের পর দুই বৃহৎ শক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতার ফলে। জার্মানিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করবার মানসিকতাও জন্ম দিয়েছিল ঠান্ডা যুদ্ধের।

তৃতীয়তঃ মতাদর্শগত বিরোধ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের অন্যতম কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই আশঙ্কায় ভীত ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সারাবিশ্বে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সোভিয়েত ইউনিয়নের আশংকা ছিল যে , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রের বিরোধিতায় সক্রিয় এবং সারাবিশ্বে সে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে চায় (উদারপন্থী গণতন্ত্রকে মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র হিসাবে দেখতেন)। এই ধরনের পরস্পর- বিরোধী আশঙ্কা যার জন্ম মতাদর্শগত কারণে, ------ দুই বৃহৎ শক্তি কে লিপ্ত করেছিল ঠান্ডা যুদ্ধে।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যা ইউরোপের পশ্চাদপসরণ এবং দুই বৃহৎ শক্তির উত্থান সুনিশ্চিত করেছিল, সৃষ্টি করেছিল ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশ। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ইউরোপের প্রাধান্য খর্ব হওয়ার ফলে দীর্ঘদিনের শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) নষ্ট হয়েছিল । দুই বৃহৎ শক্তির উত্থান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। যাকে পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞরা দ্বিমেরু প্রবণতা (Bipolarity) বলেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে কেবলমাত্র দুটি বৃহৎ শক্তির উপস্থিতি, এবং তাদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবেই জন্ম দিয়েছিল ঠান্ডা যুদ্ধের।